ররেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : **শিল্পখাতের প্লান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।**

নং ৬২/২০২২/কাস্টমস।—আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধানপূর্বক ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সরকারের অন্যতম উন্নয়ন কৌশল। শিল্পখাতে দ্রুত ও ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সুবিধার পাশাপাশি শিল্পখাতের প্লান্ট, মেশিনারি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর এ রেয়াতি/মওকুফ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির শিল্প যেমন-আমদানি বিকল্প শিল্প, রপ্তানিমুখি শিল্প, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেক পার্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এইচ. এস. কোড ভিত্তিতে বিভিন্ন হারে ও ধরনের রেয়াতি সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে। এসব প্রজ্ঞাপনে একদিকে এইচ. এস. কোড ভিত্তিতে রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য থাকে, অন্যদিকে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্লান্ট কনসেপ্টে বা টার্নকি প্রকল্প হিসাবে লে-আউট প্ল্যান বা নকশা কিংবা প্রকল্প পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্লান্ট স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যক কিংবা দেশে সুলভ নয়-এমন পণ্য কিংবা এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে একাধিক ঋণপত্র বা চালানে বিযুক্ত (unassembled) অবস্থায় এক বা একাধিক দেশ হতে আমদানি করে থাকেন। এইচ.এস. কোড ভিত্তিক রেয়াতি সুবিধা বিদ্যমান থাকায় কাস্টমস শুল্কায়নকালে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের নির্দিষ্টকৃত এইচ.এস. কোড তথা শ্রেণিবিন্যাসের পরিধি, ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণাগত ভিন্নতার কারণে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে ঐসব মূলধনী যন্ত্রপাতি বা মূলধনী প্রকৃতির পণ্যে উক্ত

রেয়াতি সুবিধা প্রয়োগ করতে চায় না বা করতে পারে না। অর্থাৎ আমদানিকৃত ঐসব পণ্য মূলধনী প্রকৃতির হয়েও শুধু উল্লিখিত কারণে রেয়াতি হারের পরিবর্তে বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় উচ্চতর শুল্ক ও কর হারে শুল্কায়িত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প স্থাপন উদ্যোগ সংকুচিত হয়। তাছাড়া এরূপ শিল্প প্রতিযোগিতায় অসমতার সম্মুখীন হয়। এভাবে সরকারের শিল্পায়ন নীতিও ব্যাহত হয়। এছাড়াও, বড় ও ভারী এবং ব্যাপক মূল্য সংযোজনকারী শিল্পসহ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রকৃতির পরিস্থিতি ছাড়াও মূলধনী যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি উপযোগী ও অত্যাবশ্যক কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে বাণিজ্যিক প্রকৃতির কিংবা দেশে তৈরী হলেও মানসম্পন্ন নয় বা দেশে দুর্লভ-এমন পণ্যও আমদানি করে থাকে। এসব পণ্য আমদানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক হলেও প্রজ্ঞাপনের এইচ.এস কোড সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের উপর উচ্চতর ট্যারিফ প্রযোজ্য হয়। এতে ঐসব শিল্প স্থাপনে অহেতুক বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়-যা প্রকারান্তরে ঐ শিল্পের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাই হ্রাস করে থাকে।

২। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে শিল্পের মূলধনী পণ্যের বিনিয়োগবান্ধব তথা রেয়াতি হারে কাস্টমস শুল্কায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

(ক) আমদানিকৃত বা আমদানিয় মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। প্রজ্ঞাপনের রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত বা আমদানিয় প্লান্ট, মেশিনারি/যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বলতে Customs Act, 1969 এর First Schedule এর Section XVI এর ব্যাখ্যামূলক নোটের (Explanatory Notes) প্রাসঙ্গিক নোট (notes) এর ভিত্তিতে প্লান্ট বা মেশিনারির আওতা বিশ্লেষণ/ব্যাখ্যা করে উক্ত প্লান্ট মেশিনারি শ্রেণিবিন্যাস করবেন। উক্ত Section নোটের ব্যাখ্যানুযায়ী যদি কোনো যন্ত্রপাতির একাধিক অংশ (components) থাকে এবং একাধিক অংশের সমন্বয়ে যদি প্লান্ট বা মেশিনারির সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একাধিক অংশ যদি পাইপ (pipe), ক্যাবল (cable), ট্রান্সমিশন (transmission) বা অন্য কোনো device দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সমস্ত অংশকে (all components) এদের প্রধান কাজ অনুযায়ী First Schedule এর চ্যাপ্টার (chapter) ৮৪ কিংবা ৮৫ এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতির H.S. Code-এ শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। উল্লেখ্য, প্লান্ট-মেশিনারি যন্ত্রপাতিরই সমর্থক-এটা বিবেচনায় রেখে এবং লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্পপত্র টার্নকি চুক্তিপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে কোনো শিল্প কারখানার সকল মেশিন এবং এগুলোর সংযোগকারী পাইপ, ক্যাবল, এ্যাংগলসহ অন্যান্য সকল ডিভাইসকে (যা আমদানিকালে পরিবহণের সুবিধার্থে পৃথক বা বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করা হয়) একসাথে প্লান্ট বলা যাবে এবং ঐ প্লান্টকে এর মূল কাজ (main function) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হেডিং এর অধীন H.S. Code-এ শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। এক্ষেত্রে প্লান্টের প্রত্যেক অংশকে আলাদা পণ্য বিবেচনায় আলাদা এইচ.এস. কোডে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে না। তবে প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্লান্ট ও ইক্যুইপমেন্ট কিংবা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশও নহে এইরূপ তফসিলে বর্ণিত মেশিন বা প্লান্টের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কনজিউম্যাবল পণ্য (consumable goods) মেশিন বা প্লান্ট এর অংশ (component) হিসেবে মেশিন বা প্লান্টের সাথে রেয়াতি সুবিধায় আমদানিযোগ্য হইবে না। এগুলো পণ্যের প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব এইচ.এস. কোডে শ্রেণিবিন্যাসিত হবে;

(খ) এক বা একাধিক চালানে, এক বা একাধিক ঋণপত্রের মাধ্যমে, এক বা একাধিক উৎস দেশ হতে একটি কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে সমস্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে **পরিশিষ্ট** মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রোফরমা ইনভয়েস, লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্প পত্র, টার্নকি চুক্তিপত্রসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনা করে এগুলোর আওতায় আমদানিকৃত প্লান্ট/মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ/ইক্যুইপমেন্ট বিবেচনাধীন প্লান্টের অংশ মনে হলে অথবা পণ্যগুলো আবেদিত প্লান্টের জন্য আবশ্যক কিনা সে বিষয়ে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণপূর্বক নিশ্চিত হওয়া গেলে এবং উপর্যুক্ত দফা (ক) তে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে নিম্নোক্ত শর্তে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস আদেশ প্রদান করবেন;

(গ) পক্ষান্তরে উক্ত প্লান্ট, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ/ইক্যুইপমেন্ট একই পদ্ধতিতে একাধিক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি হলে আমদানিকারককে উক্তরূপ আমদানি সম্পর্কিত সকল ডক্যুমেন্টস (লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্পপত্র, টার্নকি সংক্রান্ত চুক্তি, প্রোফরমা ইনভয়েস/এলসি ইত্যাদি) সহ **পরিশিষ্ট** তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) এর নিকট আবেদন করতে হবে এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণকে দিতে হবে। আবেদন যাচাইয়ান্তে যথাযথ পাওয়া গেলে অথবা প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণপূর্বক নিশ্চিত হওয়া গেলে এবং উপর্যুক্ত (ক) তে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে আমদানিয় পণ্য সঙ্গতিপূর্ণ হলে নিম্নোক্ত শর্তে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/স্টেশন কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করা যাবে;

<u>শর্ত</u> :

(১) প্রযোজ্য সকল দলিলাদি দাখিল/সম্পাদন নিশ্চিতকরণসহ বলবৎ আমদানি নীতি আদেশ কিংবা অন্যবিধ কোনো বিধি নিষেধ অনুযায়ী সকল পণ্যের আমদানিযোগ্যতা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/স্টেশন নিশ্চিত হয়ে নিবে;

(২) আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ একাধিক চালানে আমদানি হলে সেক্ষেত্রে প্রথম পণ্যচালান খালাসের ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে অবশিষ্ট অন্যান্য পণ্যচালান আমদানি করতে হবে;

(৩) উন্নত প্রযুক্তির বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উক্ত ২৪ (চব্বিশ) মাস সময়ের মধ্যে আমদানি করতে না পারলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার, প্রয়োজনে, অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যেও আমদানি করতে না পারলে আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) বরাবর আবেদন করতে পারবে। উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি), প্রয়োজনে, আরও অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে আমদানি করতে না পারলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(৪) সর্বশেষ পণ্যচালান আমদানির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আমদানিকৃত সমুদয় মেশিনারি প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে কী না সে বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বা, ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রিক্যাল, অনুষদ বা বিভাগের বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করবেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে বহন করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ পণ্যচালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল করা সম্ভব না হলে আমদানিকারক কর্তৃক যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস প্রয়োজনে অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল না করতে পারলে আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস : নীতি ও আইসিটি) বরাবর আবেদন করতে পারবে। উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি), প্রয়োজনে, অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল করতে না পারলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(৫) আমদানিকৃত মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশের সর্বশেষ পণ্যচালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে মর্মে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেলে মুচলেকাটি ফেরত প্রদান করা হবে, অন্যথায় আমদানিকারকের নিকট হতে প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর আদায়যোগ্য হবে;

(৬) আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যবহার করা হবে এবং খালাসের পর অন্যবিধ কাজে ব্যবহার, হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করা হলে আমদানিকৃত পণ্যের উপর স্বাভাবিক ও প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস বরাবরে একটি অঙ্গিকারনামা দাখিল করবে।

(ঘ) নতুন ও প্রযুক্তিনির্ভর, এবং মূল্য সংযোজনকারী Industrial IRC ধারী শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত/আমদানিয় প্লান্ট/মেশিনারি, যন্ত্রপাতি বা উহার মধ্যে যদি কোনো মেশিনারি/যন্ত্রপাতি, ইক্যুইপমেন্টস, যন্ত্রাংশ বা অনুরূপ প্রকৃতির অত্যাবশ্যক পণ্য উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ-২ এর ব্যাখ্যায় কিংবা এ সংক্রান্ত বিদ্যমান রেয়াতি প্রজ্ঞাপনের আওতায় শুল্কায়ন করা সম্ভব না হয়-সেক্ষেত্রে উক্ত মেশিনারি/যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট/যন্ত্রপাতির জন্য রেয়াতি সুবিধা চেয়ে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) এর নিকট প্রযোজ্য ও সহায়ক সকল ডক্যুমেন্টসহ **পরিশিষ্ট** মোতাবেক আবেদন করতে পারবেন। এরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর শুল্ক নীতি শাখা কর্তৃক আবেদনের বিষয়, দাখিলকৃত দলিলাদি প্রাথমিক যাচাইয়ের পর যথাযথ পেলে অতঃপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা এতদুদ্দেশ্যে নিম্নরূপ গঠিত কমিটির নিকট পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উপস্থাপন করতে হবে:

সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
এফবিসিসিআই এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	সদস্য
শিল্প মন্ত্রণালয়ের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বিনিয়োগ বোর্ডের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
প্রথম সচিব (কাস্টমস: নীতি ও বাজেট), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	সদস্য-সচিব

(ঙ) উল্লিখিত মতে গঠিত কমিটি প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক আমদানিকৃত/আমদানিয় পণ্যের মূলধনী প্রকৃতি, শিল্প বিনিয়োগ, শিল্পখাত ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় যাচাই করে এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবেন। কমিটি মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যমান আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য তাঁর নিকট সার-সংক্ষেপ আকারে পেশ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ তে উল্লিখিত শর্ত বা অন্যকোন শর্ত আরোপ করা যাবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে উক্ত প্লান্ট/ মেশিনারি/বা অনুরূপ প্রকৃতির পণ্যে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আদেশ জারি করতে হবে।

৩। ১১ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৪৬/২০২০/কাস্টমস এতদ্বারা রহিত করা হলো।

তফসিল

[অনুচ্ছেদ-২ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]
(কনজিউম্যাবল পণ্যের তালিকা)

১. নির্মিত ভবন বা শেড;

২. স্টিল শিট (steel sheet): American Standard Testing Method (ASTM) অনুযায়ী ১০ (দশ) মিলিমিটার বা তৎনিম্ন A36 বা সমমানের MS প্লেট;

৩. সকল ধরণের স্টিল রড;

৪. লে-আউট প্লানে উল্লেখ নেই এমন পরিমাপ (diameter) এর স্টিল পাইপ;

৫. সকল ধরনের সিমেন্ট, বালি, স্টোন, টাইলস সহ সকল প্রকার কন্সট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস;

৬. লুব্রিকেটিং অয়েলসহ সকল ধরনের অয়েল;

৭. প্রি-ফেব্রিকেটিড বিল্ডিং এবং এর পার্টস;

৮. সকল ধরনের বৈদ্যুতিক লাইট এবং লাইট-ফিটিংস;

৯. কয়েল আকারে আমদানিকৃত ক্যাবল (বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাথে অপরিহার্য পরিমাণ ক্যাবল ব্যতীত);

১০. ট্রান্সফর্মার ও ট্রান্সফর্মার অয়েল;

১১. সকল ধরনের রং (paint) ও ভার্নিশ;

১২. গৃহস্থালী সামগ্রী (household goods);

১৩. সকল ধরনের রাসায়নিক সামগ্রী (chemicals);

১৪. সকল ধরনের অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র;

১৫. অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০ বিটিইউ (BTU) সম্পন্ন air conditioner;

১৬. সকল ধরনের রেফ্রিজারেটর;

১৭. Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত Heading 87.02 হইতে Heading 87.03 এর অন্তর্ভুক্ত সকল ধরনের যানবাহন;

১৮. প্লান্টের লে-আউট প্লান বা ডিজাইনে উল্লেখ নেই বা প্লান্ট স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন পণ্য; এবং

১৯. এমন স্পেসিফিকেশন (specification) এর পণ্য বা নির্মাণ সামগ্রী ও সরঞ্জাম যাহা বাংলাদেশে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হয়।

পরিশিষ্ট

[অনুচ্ছেদ-২ এর দফা (খ), (গ) ও (ঘ) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

....

.................................।

বিষয়: <u>আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি/প্লান্ট/ইক্যুইপমেন্ট রেয়াতি সুবিধায় শুল্কায়নের আবেদন।</u>

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম :

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : (ক) অফিস : ....

....

(খ) কারখানা : ....

....

৩। মূসক নিবন্ধন নম্বর :

৪। করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর :

৫। বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৬। আমদানি নিবন্ধন নম্বর :

৭। রপ্তানি নিবন্ধন নম্বর :

৮। আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি/প্লান্ট/ইক্যুইপমেন্ট এর বিবরণ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করুন) :

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (টাকা)	উৎস দেশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

৯। কি ধরনের শিল্প স্থাপন করা হবে :

১০। স্থাপিত শিল্পে কি ধরনের পণ্য উৎপাদিত হবে :

১১। বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা :

১২।	মোট বিনিয়োগের পরিমাণ	:
১৩।	যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে মেশিনারি আমদানি হবে	:
১৪।	আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারির এইচ. এস কোড	:
১৫।	প্রকল্প প্লান্টের ডিজাইন/লে-আউট প্লান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার, পাইপ, এ্যাঙ্গেল, ক্যাবল ইত্যাদি পণ্যের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার বিবরণ	:
১৬।	অতিরিক্ত তথ্য (যদি থাকে)	:

(বি: দ্র: আবেদনের সাথে ইনভয়েস, প্রোফরমা ইনভয়েস, ঋণপত্র, নকশা, লে-আউট প্লান, প্রকল্প পত্র (যদি থাকে), টার্নকি চুক্তিপত্রসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি দাখিল করতে হবে)

তারিখ: ....।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর
স্বাক্ষর ও সিল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ পারভেজ রেজা চৌধুরী
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস নীতি)।

মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.